ফেসবুক ভিত্তিক সংগঠন ‘বাড়ি মেহেরপুর’ এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ফেসবুক ভিত্তিক সংগঠন ‘বাড়ি মেহেরপুর’ গ্রুপের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কেটে মিষ্টিমুখ করে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার রাতে মেহেরপুর জেনারেল হসপিটাল গেটের সামনে রুশি ফার্মেসিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় বাড়ি মেহেরপুর গ্রুপের এডমিন সামস ই আলম বলেন, মেহেরপুর ও মেহেরপুরের বাইরে এবং দেশের বাইরে যারা আছে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য আমাদের এই গ্রুপ। এটি একটি সুন্দর অরাজনৈতিক একটি গ্রুপ। তিনি বলেন, সামাজিক কার্যক্রমের ভিতরে করোনাকালীন সময়ে আমরা বিভিন্ন অসহায় দুস্থ মানুষকে সাহায্য করেছি।

তাছাড়াও প্রতি ঈদে আমরা গরীব দুঃখী মানুষকে ঈদ উপহার দিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে থাকি এছাড়াও বাড়ি মেহেরপুরের পক্ষ থেকে ‘মানবতার দেয়াল’ নামক কর্মসূচী সর্বপ্রথম মেহেরপুরে আমরাই শুরু করি।

অনুষ্ঠানে বাড়ি মেহেরপুর সামাজিক গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যরা অংশগ্রহণ করে।

বাড়ি মেহেরপুর এর প্রতিষ্ঠা করেন এম এম নুরুজ্জামান বাবু, এম এম কামরুজ্জামান সোহেল, ও প্রয়াত ওয়াসিম শাহরিয়ার পল্লব । এম এম নুরুজ্জামান বাবু প্রধান এডমিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।এছাড়াও সহযোগী এডমিন হিসেবে সোহেল রানা, জুলি হাসান, মোঃ শামস ই আলম নিযুক্ত আছেন৷ সহযোগী মডারেটর হিসাবে মেহেদী হাসান খাঁন (মুন্না), মোঃরিনু, সালাউদ্দিন ইউসুফ, ইসমত ফারিয়া তিশা এবং নাসরিন আখতার দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রি দিগুন দামে!

মেহেরপুরে প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দিগুন দামে বিক্রি করছেন ভেন্ডাররা। ট্রেজারিতে স্ট্যাম্প সংকট থাকায় ভেণ্ডাররা কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে দিগুণ দামে বিক্রি করছেন স্ট্যাম্প। ফলে গত দুই সপ্তাহ ধরে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ নানা হয়রানির শিকার হয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

দ্বিগুণ দামে কালোবাজারে স্ট্যাম্প বিক্রির বিষয়ে জেলা প্রশাসক বললেন, এই বিষয়ে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে। ভেণ্ডারদের দাবী ট্রেজারি শাখা থেকেই কৃত্তিম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। তবে আজ থেকে স্ট্যাম্প সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে ট্রেজারি শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

জানা গেছে, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের ট্রেজারিতে সরকারি ১০০ টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প সংকট দেখা দিয়েছে। স্ট্যাম্প ভেন্ডারিরা বারবার আবেদন করলেও জেলা প্রশাসন থেকে কোনো স্ট্যাম্প বরাদ্দ দিতে পারেনি। ভেন্ডার গুলোতে একশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পাওয়া না গেলেও অসাধু কালোবাজারি ভেন্ডারিকে প্রকাশ্যে তিনশ টাকার স্ট্যাম্প ছয়শ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে।

সরেজমিনে গত মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সাররেজিস্ট্রি অফিস, নিমতলা আইনজীবী সমিতি চত্ত্বরম দলিল লেখক সমিতি চত্ত্বরে অবস্থান করে স্ট্যাম্প ভেন্ডার, দলিল লেখক ও গ্রাহকদের সাথে কথা বলে ভোগান্তির কথা জানা গেছে। গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস এসেছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি করতে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত স্ট্যাম্প না পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভেন্ডারীদের খুপড়ি ঘরে। তিনি বলেন, জমি রেজিস্ট্রি করতে এসে এখন পর্যন্ত ১০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প কিনতে পারিনি। এখানকার কোনো কোনো স্ট্যাম্প ভেন্ডারে পাইনি। তবে বিপ্লব পাল নামের

এক স্ট্যাম্প ভেন্ডারে ৩০০ টাকা স্ট্যাম্প ৬০০ টাকা দাম বললো।

একই কথা বললেন ওই গ্রামের শুকুর আলী। তিনি বলেন, কোনো যায়গায় স্ট্যাম্প না পেয়ে বাপ্পি পাল নামের এক ভেন্ডারে গিয়ে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্প ৫০০ টাকা দিয়ে কিনে জমি রেজিস্ট্রি করলাম। সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের তারিক হোসেন বলেন, ৩০০ টাকার স্ট্যাম্প ৬০০ টাকা দিয়েও মেলাতে পারছিলাম না। পরে অনেক কষ্টে নিম তলার একটি যায়গা থেকে কালো বাজার থেকে ৬০০ টাকা দিয়ে স্ট্যাম্প কিনলাম।

খাইরুল স্ট্যাম্প ভেন্ডারের মালিক খাইরুল ইসলাম ক্যাংকর বলেন, প্রায় ২ সপ্তাহ মেহেরপুর ট্রেজারি থেকে আমাদের নন জুডিশীয়াল ১০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প দিতে পারেনি। আমরা জমি ক্রেতা বিক্রেতাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়ছি। অথচ, কালোবাজারিদের কাছে স্ট্যাম্প মিলছে। তিনি প্রশ্ন করেন এটা কি করে সম্ভব হয়। একশ টাকার স্ট্যাম্প ৩ শ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এটা প্রশাসনের দেখা উচিৎ।

দলিল লেখক রুহুল আমিন বাবু বলেন, একশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প না পেয়ে ২০ টাকা ৫০ টাকার স্ট্যাম্প দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে আমরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছি। আগে যেখানে ১০ পাতা লিখতে হতো এখন সেখানে ১৮/১৯ পাতা লিখতে হচ্ছে।
একই কথা জানালেন দলিল লেখক মতিউর রহমান মতি। তিনি বলেন, সময় লাগছে বেশী। আবার গ্রাহকদের কাছ থেকে নানা ধরণের কথা শুনতে হচ্ছে। ব্যাংকে গেলেও ব্যাংকের কর্মকর্তারা নানা কথা শুনাচ্ছেন।

প্রবীণ দলিল লেখক আব্দুল আজিজ জানান, আমি দীর্ঘদিন দলিল লিখছি। আমার জীবনে ২০০৮ সালে একবার স্ট্যাম্প ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। আর এ বছর ৪ মাসের মধ্যে ২ বার স্ট্যাম্প ঘাটতি দেখা গেলো। তিনি বলেন, ট্রেজারি শাখার বড়বাবু আরেফিন রেজা যোগদানের পর থেকেই এই সংকট তৈরী হয়েছে।

দলিল লেখকরা নাম প্রকাশ না শর্তে জানান, ১ লাখ টাকার দলিলে শুধু স্ট্যাম্প দেওয়া হতো ১৩ শ টাকার নগদ স্ট্যাম্প ও বাদ বাকী টাকা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে চালান করা হতো। কিন্তু স্ট্যাম্প ঘাটতি হওয়ার কারণে, ২০০ টাকার স্ট্যাম্প দিতে হচ্ছে। বাকি ১৪ হাজার ৮০০ টাকা চালান করতে হচ্ছে। এর ফলে ১০ পাতার স্থলে ১৬ থেকে ১৮ পাতা দিতে হচ্ছে। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সাথে দলিল লেখকদের বাকবিতন্ডাসহ অষন্তোষ্ট তৈরী হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক জন ভেন্ডার বলেন, নতুন করে ভেণ্ডার লাইসেন্স নবায়ন করতে গেলে জেলা প্রশাসকের এলআর ফান্ডে ৫ হাজার টাকা করে জমা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন ট্রেজারি শাখার বড় বাবু আরেফিন রেজা। অথচ এর আগে নবায়নের সময় ৫শ থেকে এক হাজার টাকা দিয়েছি। টাকা না দিলে ভেন্ডারী লাইসেন্স বাতিল ও নবায়ন না করারও হুমকী দিচ্ছেন। ট্রেজারী চালান করলেও স্ট্যাম্প দেবেনা বলেও হুমকী দিচ্ছেন। এটা জেলা প্রশাসক ও এনডিসির নির্দেশ বলেও স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের জানান আরেফিন।

এ ব্যাপারে আরেফিন রেজাকে মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে ফোন করা হলে প্রথমে দেখা করে বলবেন জানালেও পরে ফোন দিয়ে জানান, এডিএম স্যারের সাথে কথা বলেন। পরবর্তিতে আবারো ফোন দিয়ে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা। এমনকি স্ট্যাম্প সংকটের ব্যাপারেও তিনি কিছুই জানেন না বলেও জানেন। তবে ট্রেজারিতে মাল (স্ট্যাম্প) ছিলো না, মাল এসেছে। আর সংকট থাকবে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, দু একদিনের মধ্যেই সংকট দুর হয়ে যাবে। আমরা চাহিদা দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে স্ট্যাম্প আমাদের ট্রেজারীতে এসে পৌছেছে। সংকটের কারন হিসেবে তিনি বলেছেন, বিজি প্রেসে স্ট্যাম্প ছাপা হয়। জেলাতে স্ট্যাম্পের চাহিদা বেড়েছে এবং বিজি প্রেস থেকে আসতে দেরি হয়েছে। এছাড়া কালোবাজারে স্ট্যাম্প বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। তবে এলআর ফাণ্ডের টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যান।

গাংনীতে জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি

আগামী ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি পালিত।

বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় মেহেরপুর-গাংনী সড়কের বাশঁবাড়িয়া নামক স্থানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এবারের

প্রতিপাদ্য বিষয় “তামাক কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যকর নিষিদ্ধ করা হোক”।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের এর সহযোগিতায় স্থানীয় সংগঠন শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করেন।

শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহিবুল আলম ওহিদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর সামসুজ্জোহা কলেজের প্রভাষক মোখলেছুর রহমান। বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলিমুজ্জামান, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, গাংনী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুন নাহার। এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

বক্তারা বলেন বিভিন্ন তামাক কোম্পানি তরুণদের কর্মসংস্থান, দারিদ্রতা দূরীকরন, বৃক্ষরোপনসহ লোক দেখানো সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আড়ালে তামাক কোম্পানিগুলো নিজস্ব রং, ট্রেড, লোগো ব্যবহার করে দেশব্যাপী তাদের পন্যের প্রচারণা চালাচ্ছে।

এমনকি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের দোহায় দিয়ে বিভিন্ন দোকান ও লোক সমাগম স্থানে চকলেট, পানি ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের মূল্য সম্বলিত স্টিকার প্যাকেট প্রদর্শন করে রাখেন যা সম্পূর্ণ প্রতারণা ও আইনত দন্ডনীয়। অবস্থান কর্মসূচি শেষে তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতার জন্য বিভিন্ন লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস র্যালি ও আলোচনা

“নির্ভুল জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করব, শুদ্ধ তথ্যভান্ডার গড়ব”নাগরিক অধিকার করতে সুরক্ষণ ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন”

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কিত সঠিক সময়ে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করার বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস।

বিশেষ বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম সহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তার কর্মচারী ও বিভিন্ন ইউনিয়নের সচিব এবং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদেরবৃন্দ।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জেলায় শ্রেষ্ঠ উপপরিদর্শক মনোনীত

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সর্ব্বোচ্চ হুকুম তামিল করায় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদকে মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক (এসআই) নির্বাচিত করে পদক ও পুরস্কার হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলশেড অনুষ্ঠিত

মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভুষিত করা হয়।

উপপরিদর্শক(এসআই)মাসুদকে পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও আসামি গ্রেফতারে অবদান রাখায় এসআই মাসুদ দুই বার জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মেহেরপুর ডিবি’র ওসি জেলার শ্রেষ্ট পুলিশ পরিদর্শকের পদকে ভূষিত

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি পরিদর্শক সাইফুল আলম জেলার শ্রেষ্ট পুলিশ পরিদর্শকের পদক ও অর্থ পুরুস্কার পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলেশেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভূষিত করা হয়। পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলার মাদক, অনলাইন জুয়া, গুরুত্বপূর্ণ হত্যা, চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য মামলার তথ্য উদ্ঘাটন, আসামি গ্রেফতার ও মালামাল উদ্ধারে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিসরুপ তাকে জেলার শ্রেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে ভূষিত করে পুলিশ বিভাগ। এর আগে মে মাসেও জেলার চৌকস পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে পদক ও অর্থ পেয়েছিলেন এই কর্মকর্তা।

সাইফুল আলম চলতি বছরের মার্চ মাসে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে ফরিদপুর জেলায় ১২ বছর ও শরীয়তপুর জেলাতে ২ বছর চাকুরী করেন তিনি।

সাইফুল আলম ২০০৭ সালের ৩০ তম ব্যাচের আউটসাইড ক্যাডেট হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। চাকরি জীবনে মোট পাঁচ বার রেঞ্জের সেরা অফিসার ও অসংখ্যবার পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পদক পেয়েছেন তিনি।

তিনি চাকুরী জীবনে ক্লুলেস হত্যা, ডাকাতি, গণধর্ষণ, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য এসব পুরুস্কার পান।

সৌদিতে প্রবাসী গাংনীর কামরুজ্জামানের মৃত্যু

সংসারের সুখসাচ্ছন্দ ও নিজের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে যৌবন বয়সে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কামরুজ্জামান। ২২ বছরের প্রবাস জীবনে কামরুজ্জামান তার সংসারের সুখ ফেরাতে পারলেও নিজেকে ফেরাতে পারলেন না বাসভূমিতে।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে সৌদি আরবের তায়েফের কিং আবদুল্লাহ্ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামানের স্ত্রী রিনা খাতুন এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ৬ মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। আবারও প্রবাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ফিরে আসার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু হার্টে সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি হন। গত শনিবার ওই হাসপাতালে তার হার্টে রিং পরানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল থেকে বাসাতে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামান গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের হাজী আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে।

সৌদির আইন কানুন অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া শেষ করে দেশে আনা হবে কামরুলের মরদেহ।

গাংনীতে গৃহবধুর বিষপান

পারিবারিক কলহের জের ধরে মমতাজ খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধু বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন। মমতাজ খাতুন গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের স্ত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৮ টার দিকে পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ বাড়িতে বিষপান করেন এই গৃহবধু।
মূমূর্ষ অবস্থায় মমতাজকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদ।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুরে আবারও অভিযান চালিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও মুজিবনগর থানা পুলিশ। এসময় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক সাদ্দাম হোসেন আব্দুর রশিদ সর্দারের ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ১১ টার দিকে ডিবির ওসি সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সাদ্দামের ব্যবহৃত চারটি এনড্রয়েড মোবাইল

ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ তাকে আটক করার আগেই টের পেয়ে সে পালাতে না পারলেও জুয়ার সাইট ব্যবহার করা অ্যাপগুলো আগে থেকে আনস্টল করে দেয়।

বুধবার দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার কাছে থেকে একটি জুয়ার এজেন্ট নাম্বার উদ্ধার করা হয়েছে। পরে বিকালে তাকে মুজিবগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। এসময় সাদ্দাম হোসেনের ৭দিনের পুলিশি রিমাণ্ড আবেদন করা হয়েছে। পরবর্তি শুনানির দিন রিমাণ্ডের আবেদন শুনানি হবে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, আটক সাদ্দাম হোসেনের ৭ দিনের পুলিশি রিমাণ্ড চেয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এনিয়ে পুলিশ গত এক মাসে জুয়ার সাথে জড়িত ৬ জনকে আটক করলো। তারা হলেন বদরুদ্দোজা রয়েল, নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী, মোস্তাফিজুর রহমান সুমন এবং সাদ্দাম হোসেন।

আর পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

তবে পুলিশের এজাহার ভুক্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা অনলাইন জুয়ার মামলার ১৫ আসামি এখনো অধরা রয়েছেন। গত ২৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলা দায়েরের দেড় মাস হতে চললেও ওই ১৫ জনের কেউ এখনো আটক হয়নি। ফলে অনলাইন জুয়া কার্যক্রম তারা বিভিন্ন স্থান থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২৪ আগস্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে আটক করার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জড়িত নাম স্বীকার করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আরও পড়ুন: ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব, গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার

বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

মাস্টার মাইণ্ড খ্যাত বেশ কয়েকজন এখনো ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছেন। যাদের নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে গত দুই পর্বে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। সম্প্রতি আটক সাদ্দাম হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত অনলাইন জুয়ার হোতাদের একজন প্রশিক্ষিত মাস্টার এজেন্ট বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে তথ্য রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাশিয়ায় পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের কয়েকজন জনপ্রতিনিধি, কয়েকজন শীর্ষ ছাত্র নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা।

আরও পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল একের পর এক অনলাইন জুঁয়ার দূর্গে হানা দেওয়া শুরু করেছেন। এদিকে ডিবির অভিযানে ওই দুই জুয়াড়ি গ্রেফতারের পর বাকিরা এলাকা থেকে গাঁ ঢাকা দিয়েছে বলে জানান ডিবি পুলিশের একটি সুত্র।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।
বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে

জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।
জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল বেট, লাইন বেটসহ বেশ কয়েকটি সাইটের মাধ্যমে এ জুয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আরও পুড়ুন: অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত সম্পদের পরিমান। আগামীতে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইণ্ড হিসেবে যারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের সম্পদের বিস্তারিত নিয়ে প্রকাশ করা হবে। (চলবে…)

মেহেরপুরে ভক্ত ও অনুরাগীদের অশ্রুজলে বিদায় দেবী দূর্গা

পান-সিদুঁর আর মিষ্টিমুখ করিয়ে চারদিনের আনন্দ শেষে অশ্রুজলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিদায় দিলেন দূর্গা দেবীকে।

সনাতন ধর্মের হাজারো ভক্ত অনুরাগীদের চোখের জলে ভাসিয়ে এবার দেবী দুর্গা ফিরলেন নৌকায়। দেবী দুর্গা এবার কৈলাশ থেকে সপরিবারে মর্ত্যলোকে এসেছিলেন গজে(হাতি)চড়ে।

বুধবার বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনের আনুষ্ঠানিকতা। সন্ধ্যা হতে না হতেই নীল আকাশের বর্ণিল আলোর মাঝেই বেজে উঠলো ঢাকের তাল। সাথে হাজারো নারী পুরুষের উলুধ্বনি আর ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে মেহেরপুরের সনাতন ধর্মালম্বীরা মেতে উঠলো প্রতিমা বিসর্জনে।

মনের কলুসতাকে ঝেড়ে ফেলে পৃথিবী হবে সম্প্রীতির ও সুন্দর—এই প্রার্থনায় আগামী বছরের অপেক্ষায় দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

ভৈরব নদ, গাংনীর ভাটপাড়া কাজলা নদী, সেউটিয়ার মড়কাতে, ও মাথাভাঙ্গাসহ বিভিন্ন নদীতে দেবী এলেন, তারপর সমস্ত অশুভ শক্তি নাশ করে নৌকায় চেপে ফিরলেন কৈলাশে।

তেল-সিঁদুর পরিয়ে, পান, মিষ্টি মুখে দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে মেহেরপুর শহরের ভৈরবের তীরে ভিড় করেন হাজারো ভক্ত ও অনুরাগীরা।

প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠানে শুধু সনাতন ধর্মালম্বীরা নয়, নানা ধর্ম, শ্রেণি, পেশার হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে ভৈরব নদের তীর পরিণত হয় মিলনমেলায় ।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, নবমী পূজা সম্পন্নের পর মর্ত্য ছেড়ে নিজ আলয়ে যাত্রা করেন দেবী দুর্গা।

চণ্ডীপাঠ, বোধন ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে গত ১ অক্টোবর থেকে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়।

ষষ্ঠী তিথিতে বেলতলায় দেবীর নিদ্রাভঙ্গের বন্দনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল তার সাঙ্গ হলো বুধবার বিজয়া দশমীতে।

পরবর্তী ৪ দিন মেহেরপুর জেলা শহরসহ জেলার ৩৭ টি পূজামন্ডপে পূজা- অর্চনায় ভক্তরা দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

মেহেরপুর শহরের হালদারপাড়া এলাকার কৈলাশ হালদার ও মেলি রানী বলেন, মাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে পারলাম, এটাই আনন্দ।সকলের শান্তি কামনা করেছি মায়ের কাছে। আমরা তো সব সময় এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করি।

প্রতিমা বিসর্জনের পর গাংনী পুজা উৎযাপন কমিটির নেতা ধীরেন কুমার দাশ বলেন, করোনার কারনে দূর্গা পুজা অর্চনা করা সম্ভব হয়নি।দুই বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা দুর্গাপূজা পালন করতে পারলাম।

শাস্ত্রমতে, বিজয়া দশমীর সকালে অঞ্জলির পর থেকে থেকে নগরীর বিভিন্ন মণ্ডপে দেবী দুর্গাকে তেল সিঁদুর আর পান চিনিতে অশ্রু সজল নয়নে বিদায় জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। দুপুর থেকে ট্রাকে কিংবা ভ্যানে করে দেবী দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নদীর বিভিন্ন স্থানে।